গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
(আইন, সংস্থা ও রেজিস্ট্রেশন অধিশাখা)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.msw.gov,bd

নম্বর-৪১.০০.০০০০.০৫২.০১.০০২.১৬.-২০

২২ শ্রাবন ১৪২৪
০৬ আগস্ট ২০১৭

বিষয় : **প্রণীত 'প্রবেশন আইন, ২০১৭' এর খসড়া'র ওপর মতামত।**

The Probation of Offenders Ordinance, 1960 যুগোপযোগী করে 'প্রবেশন আইন, ২০১৭' এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণীত আইনের খসড়া এসাথে প্রেরণ করা হল।

০২। বর্ণিতাবস্থায়, প্রণীত 'প্রবেশন আইন, ২০১৭' এর খসড়ার উপর তাঁর মন্ত্রণালয়/সংস্থার মতামত আগামী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্তি : যথাবর্ণনা ১০ (দশ) পাতা।

মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম ৬/৮/১৭
উপসচিব
ফোন-৯৫৪৯০৪০।

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নহে) :

০১। চেয়ারম্যান, আইন কমিশন, বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবন, ১৫ কলেজ রোড, ঢাকা।
০২। চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, গুলফেঁশা টাওয়ার, ৮ শহীদ সাংবাদিক সেলিনা পারভীন সড়ক, মগবাজার, ঢাকা।
০৩। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৪। সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৫। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৬। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৭। সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৮। সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৯। সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০। সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১। সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।
১২। সচিব, সেবা-সুরক্ষা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
১৪। সদস্য, আর্থ-সামাজিক ও অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
১৫। সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৬। সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, শের-ই- বাংলা নগর, ঢাকা।
১৭। সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
১৮। সচিব, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ,স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৯। সচিব, স্বাস্থ্যশিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ,স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২০। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২১। সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২২। সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৩। সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৪। সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৫। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৬। সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
২৭। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, মিরপুর-১৪, ঢাকা।
২৮। মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, রমনা, ঢাকা।
২৯। নির্বাহী পরিচালক, শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ), বনানী, ঢাকা।
৩০। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নিউরো-জেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৩১। যুগ্মসচিব (আইসিটি), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (আইনের খসড়াটি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল)।
৩৩। পরিচালক, জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা, জাতীয় মহিলা সংস্থা ভবন, বেইলী রোড, ঢাকা।
৩৪। নির্বাহী পরিচালক, শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, স্টেশন রোড, টঙ্গী, গাজীপুর।
৩৫। পরিচালক, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

বিতরণ (জ্ঞাতার্থে):

প্রবেশন আইন, ২০১৭ (খসড়া)

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম এবং প্রবর্তন**।-(১) এই আইন প্রবেশন আইন, ২০১৭ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।-বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(ক) **'অধিদপ্তর'** সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর;

(খ) **'আদালত'** অর্থ এই আইনের অধীন ক্ষমতা প্রয়োগে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কোনো আদালত;

(গ) **চূড়ান্ত প্রতিবেদন** (Final Report)'অর্থ ধারা ৫ এ উল্লিখিত প্রবেশন অফিসার কর্তৃক আদালতে দাখিলকৃত চূড়ান্ত প্রতিবেদন;

(ঘ) **'দণ্ডবিধি'** অর্থ Penal Code, 1860 (Act No. LV of 1860);

(ঙ) **'ধারা'** অর্থ এই আইনের কোনো ধারা;

(চ) **'প্রাক-দণ্ডাদেশ প্রতিবেদন** (Pre-Sentence Report)'অর্থ ধারা ৫ এ উল্লিখিত 'প্রাক-দণ্ডাদেশ প্রতিবেদন;

(ছ) **'প্রতিবন্ধী ব্যক্তি'** অর্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ এর অধীন নিবন্ধিত কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি;

(জ) **'প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান'** অর্থ ধারা ২৪ ও ধারা ২৫ এ উল্লিখিত কোনো প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান;

(ঝ) **'প্রবেশন অফিসার** (Probation Officer)' অর্থ ধারা ১৪ এ উল্লিখিত কোনো প্রবেশন অফিসার;

(ঞ) **'প্রবেশনার** (Probationer)' অর্থ ধারা ৫ এর অধীন প্রবেশন আদেশপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি;

(ট) **'ফৌজদারী কার্যবিধি'** অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898);

(ঠ) **'বোর্ড'** অর্থ ক্ষেত্রমত, জাতীয় প্রবেশন বোর্ড, বিভাগীয় প্রবেশন বোর্ড, জেলা, উপজেলা বা শহর প্রবেশন বোর্ড।

(ড) **'মহাপরিচালক'** অর্থ সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক;

(ঢ) **'সংস্থা'** অর্থ The Voluntary Social Welfare (Registration and Control) Ordinance, 1961 এর অধীন নিবন্ধিত সংস্থা।

(ণ) **'স্বেচ্ছাসেবী'** অর্থ কোনো ব্যক্তি যিনি স্বেচ্ছায় জনহিতকর কর্মকাণ্ডে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন ও তাহার বিনিময়ে কোনো প্রকার আর্থিক সুবিধা দাবী করেন না এবং তিনি কোনো সরকারি চাকরিতে নিয়োজিত নন।

৪/০৭/১৭
রওশন আরা লাইজ

৪/০৭/১৭
বদরুল লাইলী

দ্বিতীয় অধ্যায়

আদালত এবং উহার কার্যপ্রণালী

৩। **আইনের অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত আদালতসমূহ**।-(১) নিম্নবর্ণিত আদালতসমূহ এই আইনের অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত আদালত বলিয়া গণ্য হইবে, যথা:-

(ক) হাইকোর্ট বিভাগ;

(খ) জেলা দায়রা জজ আদালত বা মহানগর দায়রা আদালত;

(গ) অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালত বা অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালত বা চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট;

(ঘ) যুগ্ম দায়রা জজ আদালত বা মহানগর যুগ্ম দায়রা জজ আদালত বা অতিরিক্ত চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা অতিরিক্ত চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট;

(ঙ) সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট/মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত;

(চ) এতদুদ্দেশ্যে বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত;

(২) আদালতের নিকট মূল শুনানী অথবা আপিল বা রিভিশনের জন্য, যেভাবেই উপস্থাপিত হউক না কেন, আদালত এই আইনের অধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) যে ক্ষেত্রে এই আইনের অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত নহে এইরূপ কোনো আদালত কর্তৃক কোন অপরাধী দোষী সাব্যস্ত হয়, এবং উক্ত আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, এই আইনের ধারা ৪ ও ধারা ৫ দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করা উচিত, সেইক্ষেত্রে উক্ত আদালত এতদ্‌সম্পর্কে তাহার মতামত লিপিবদ্ধ করিবেন এবং অপরাধীকে এখতিয়ারভূক্ত আদালতের নিকট প্রেরণ করিয়া, বা অপরাধীকে উক্ত আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া জামিন গ্রহণের জন্য, কার্যবিবরণী দাখিল করিবেন, এবং উক্ত আদালত অতঃপর এইরূপে দণ্ড বা আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন যাহা তিনি প্রথম হইতে মামলাটি শুনানী করিলে প্রদান করিতেন, এবং অধিকতর তদন্ত বা অতিরিক্ত সাক্ষ্য গ্রহণ প্রয়োজন মনে করিলে, তিনি এইরূপ তদন্তের ব্যবস্থা গ্রহণ বা সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৪। **শর্তাধীন অব্যাহতি, ইত্যাদি**।-(১) যেই ক্ষেত্রে কোনো আদালত কোনো অপরাধীকে, যাহার পূর্বে দণ্ডিত হইবার কোনো প্রমাণ নাই, অনধিক দুই বৎসরের কারাদন্ডে দণ্ডনীয় কোনো অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে, সেইক্ষেত্রে উক্ত আদালত-

(ক) অপরাধীর বয়স, চরিত্র, প্রাক-পরিচয় বা শারীরিক বা মানসিক অবস্থা; এবং

(খ) অপরাধের প্রকৃতি বা উক্ত অপরাধ লাঘবে তাহার সংশ্লিষ্টতা বিবেচনা করিয়া;

তাহার উপর শাস্তি আরোপ করা যথাযথ নহে এবং প্রবেশন আদেশ প্রদান করা সমীচীন নহে মনে করিলে, উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, যথাযথ তিরস্কারের পর তাহাকে অব্যাহতিদানের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে, অথবা, আদালত উপযুক্ত মনে করিলে, অপরাধীকে এই শর্তে অব্যাহতিদানের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে যে, অপরাধী আদেশে উল্লিখিত সময় হইতে অনধিক এক বৎসর সময়ের জন্য সদাচরণের এবং কোনো অপরাধ না করিবার অঙ্গীকারে, জামিনদারসহ বা জামিনদার ব্যতীত, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে একটি মুচলেকা সম্পাদন করিবেন।

(২) পূর্ববর্তী শর্তসাপেক্ষ কোনো ব্যক্তিকে অব্যাহতির আদেশ, অতঃপর এই আইনে "শর্তসাপেক্ষে অব্যাহতির আদেশ" এবং এইরূপ আদেশে নির্ধারিত মেয়াদ অতঃপর "শর্তসাপেক্ষে অব্যাহতির মেয়াদ" হিসাবে উল্লিখিত হইবে।

(৩) শর্তসাপেক্ষে অব্যাহতির আদেশ প্রদানের পূর্বে, আদালত অপরাধীর নিকট সহজবোধ্য ভাষায় ব্যাখ্যা করিবে যে, যদি সে শর্তসাপেক্ষে অব্যাহতির মেয়াদে কোনো অপরাধ করে, অথবা সদাচারণ না করে, তাহা হইলে তাহাকে মূল অপরাধের জন্য প্রদেয় দণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

(৪) অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে যে অপরাধের জন্য শর্তসাপেক্ষে অব্যাহতি প্রদান করা হইয়াছিল, উক্ত ব্যক্তি যদি শর্তসাপেক্ষে অব্যাহতির মেয়াদে অনুরূপ কিংবা অন্যকোনো অপরাধে দণ্ডিত হয়, তাহা হইলে উক্ত আদেশ অকার্যকর হইবে।

৫। কতিপয় মামলায় আদালতের প্রবেশন আদেশ প্রদানের ক্ষমতা।-(১) যেক্ষেত্রে কোনো আদালত কর্তৃক-

(ক) একজন পুরুষ ব্যক্তিকে দণ্ডবিধি (১৮৬০ সনের ৪৫নং আইন) এর ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায় বা মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় কোনো অপরাধ ব্যতীত অন্য কোনো অপরাধে দণ্ডিত করেন; অথবা

(খ) কোনো নারী বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে যদি কোনো অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা হয়,

সেইক্ষেত্রে উক্ত আদালত অপরাধের প্রকৃতি, অপরাধীর চরিত্র, ঘটনার পারিপার্শ্বিকতা এবং অপরাধ সংঘটনে তাহার সংশ্লিষ্টতা বিবেচনা করিয়া যদি এই অভিমত পোষণ করে যে, উক্ত পুরুষ, নারী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিক শাস্তি প্রদানের পরিবর্তে একটি প্রবেশন আদেশ প্রদান করা যায়, তাহা হইলে আদালত কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, বা ক্ষেত্রমত, প্রবেশন অফিসার কর্তৃক দাখিলকৃত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রাক-দণ্ডাদেশ প্রতিবেদন বিবেচনাপূর্বক, অনুরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবে, অর্থাৎ অন্যূন ১ (এক) বছর বা অনধিক ৩ (তিন) বৎসরের জন্য অথবা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষেত্রে অন্যূন ৬ (ছয়) মাস বা অনধিক ২ (দুই) বৎসরের জন্য, আদেশে যেরূপ নির্ধারিত হয়, একজন প্রবেশন অফিসারের তত্ত্বাবধানে রাখিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, আদালত অপরাধীকে প্রবেশনাদেশ প্রদান করিবে না, যদি না অপরাধী নির্ধারিত সময়কালে কোনো অপরাধ না করিবার, শান্তি বজায় রাখিবার এবং সদাচরণ করিবার এবং নির্দেশিত হইলে উক্ত সময়কালে আদালতে হাজির হইবার এবং শাস্তিভোগ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবার অঙ্গীকার সম্বলিত কোনো মুচলেকা, জামিনদারসহ বা জামিনদার ব্যতীত, প্রদান করেন:

আরও শর্ত থাকে যে, আদালত এই ধারার অধীন কোনো প্রবেশন আদেশ প্রদান করিবে না, যদি না আদালত এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, উহার স্থানীয় অধিক্ষেত্রের মধ্যে অপরাধীর অথবা, তাহার কোনো জামিনদারের, যদি থাকে, বসবাসের নির্দিষ্ট স্থান রহিয়াছে বা একটি নিয়মিত জীবিকা রহিয়াছে এবং মুচলেকার সময়কালে উক্ত স্থানে বসবাস করিবার বা জীবিকা নির্বাহ করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং উহার স্থানীয় অধিক্ষেত্রের মধ্যে মুচলেকার মেয়াদকালে বসবাস করিবার বা জীবিকা অব্যাহত রাখিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

আরও শর্ত থাকে যে, যে সকল অপরাধীর আদালতের অধিক্ষেত্রের মধ্যে তাহার অথবা, তাহার কোনো জামিনদারের, যদি থাকে, বসবাসের নির্দিষ্ট স্থান নাই বা একটি নিয়মিত জীবিকা নাই এবং মুচলেকার

সময়কালে উক্ত স্থানে বসবাস করিবার বা জীবিকা নির্বাহ করিবার সম্ভাবনা নাই এবং উহার স্থানীয় অধিক্ষেত্রের মধ্যে মুচলেকার মেয়াদকালে উক্ত স্থানে বসবাস করিবার বা জীবিকা অব্যাহত রাখিবার সম্ভাবনা নাই, সেইক্ষেত্রে আদালত এই ধারার অধীন উক্ত অপরাধীর প্রবেশন মঞ্জুরপূর্বক তাহার অবস্থানের জন্য কোনো প্রবেশন হোস্টেলে প্রেরণের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) প্রবেশন আদেশ প্রদানকালে আদালত প্রবেশন অফিসার কর্তৃক অপরাধীর তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে যেইরূপ প্রয়োজন মনে করিবে সেইরূপ শর্তাবলী সন্নিবেশিত, এবং অধিকন্তু অপরাধী কর্তৃক একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি বা অন্য কোন অপরাধ সংঘটন প্রতিরোধকল্পে এবং তাহাকে একজন সৎ, পরিশ্রমী ও আইন মান্যকারী নাগরিক হিসাবে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে অপরাধীর বাসস্থান, পরিবেশ, মাদকাসক্তি বা অন্য কোন অপরাধ হইতে বিরত রাখা এবং মামলার বিশেষ পরিস্থিতির নিরিখে অন্যান্য বিষয় আদালত যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ অতিরিক্ত শর্তাদিও মুচলেকায় যুক্ত করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) যে অপরাধের জন্য প্রবেশন আদেশ প্রদান করা হইয়াছে, সেই একই প্রকারের অপরাধ বা অন্য কোনো অপরাধের জন্য ঐ প্রবেশনার দন্ডিত হইলে প্রবেশন আদেশ অকার্যকর হইবে।

(৪) আদালত, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্তরূপ প্রবেশন আদেশে প্রবেশনারের উন্নয়ন বিষয়ে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সময় নির্ধারণ করিয়া দিবেন এবং প্রবেশন অফিসার বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(৫) প্রবেশন অফিসার, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রবেশনের মেয়াদ শেষে সংশ্লিষ্ট আদালতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(৬) আদালত, ক্ষেত্রমত, কোনো প্রবেশনারকে নির্ধারিত কমিউনিটি সার্ভিসে নিয়ুক্তির লক্ষ্যে আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৭) শিশুর প্রবেশনের ক্ষেত্রে শিশু আইন, ২০১৩ এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

৬। প্রবেশন মঞ্জুরের জন্য আবেদন।-(১) ধারা ০৪ ও ০৫ এর প্রাসঙ্গিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, অপরাধী বা তাহার আইনজীবী বা আইনগত প্রতিনিধির মাধ্যমে বা অন্য কোনো ভাবে কোনো মামলা ও দণ্ড সম্পর্কে অবগত হইয়া প্রবেশন অফিসার, উক্ত অপরাধীর শর্তাধীন অব্যাহতি বা প্রবেশন মঞ্জুরের জন্য বিচারিক আদালতে (Trial Court) বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপধারা (১) অনুযায়ী প্রাপ্ত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারিক আদালত, প্রদত্ত আদেশ পুনর্বিবেচনা করিয়া ধারা ০৪ ও ০৫ এর অনুসারে সংশ্লিষ্ট অপরাধীর শর্তাধীন অব্যাহতি বা প্রবেশন মঞ্জুর করিতে পারিবে।

(৩) সংশ্লিষ্ট আদালত অধিকতর অনুসন্ধানের নিমিত্ত প্রাক-আদেশ প্রতিবেদন দাখিল করিবার জন্য প্রবেশন অফিসারকে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৭। ব্যয় নির্বাহ ও ক্ষতিপূরণের আদেশ।-(১) অপরাধীকে ধারা ৪ এর অধীন শর্তাধীন অব্যাহতি অথবা ধারা ৫ এর অধীন প্রবেশন আদেশ প্রদানকারী আদালত উপযুক্ত বিবেচনা করিলে অপরাধীকে সংঘটিত অপরাধের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ বা আহত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের এবং মামলার ব্যয় নির্বাহের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে:

রওশন আরা লাইজু
সহকারী পরিচালক (প্রবেশন)

বদিউল লাইলী
উপপরিচালক (চিকিৎসা ও প্রবেশন)
সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা।

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ক্ষতিপূরণ ও মামলার ব্যয় হিসাবে নির্ধারিত অর্থের পরিমাণ, কোনোক্রমেই উক্ত আদালত কর্তৃক উক্ত অপরাধে আরোপযোগ্য জরিমানা অপেক্ষা অধিক হইবে না।

(২) একই অপরাধের সহিত সম্পর্কিত পরবর্তিতে কোন দেওয়ানী মামলা বা কার্যক্রমে ক্ষতিপূরণ বা ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণকালে উক্ত মামলা বা কার্যক্রম পরিচালনাকারী আদালত উপ-ধারা (১) এর অধীন পরিশোধকৃত বা আদায়কৃত ক্ষতিপূরণ, ক্ষতি বা ব্যয়ের বিষয়টি বিবেচনায় লইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন পরিশোধিতব্য অর্থ ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৩৮৬ ও ৩৮৭ এর বিধান অনুসারে জরিমানা হিসাবে আদায় করা যাইবে।

৮। **মুচলেকার শর্ত পালনে ব্যর্থতা।-(১)** ধারা ৫ এর অধীন মুচলেকা গ্রহণকারী আদালতের নিকট যদি ইহা বিশ্বাস করিবার যুক্তিসংগত কারণ থাকে বা প্রবেশন অফিসারের প্রতিবেদন বিবেচনায় প্রতীয়মান হয় যে, অপরাধী তাহার মুচলেকায় বর্ণিত কোনো শর্ত পালনে ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা হইলে উক্ত আদালত তাহাকে গ্রেপ্তারের জন্য পরোয়ানা জারী করিতে পারিবে অথবা, উপযুক্ত মনে করিলে, অথবা অপরাধী এবং তাহার জামিনদারগণকে, যদি থাকে, সমনে উল্লেখিত সময়ে উহার সম্মুখে উপস্থিত হইবার জন্য সমনজারী করিতে পারিবে।

(২) যদি অপরাধীকে উপ-ধারা (১) এর অধীন যে আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করা হয় বা অপরাধী স্বয়ং উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আদালত তাহাকে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে প্রেরণ করিতে পারিবে অথবা, শুনানির তারিখে উপস্থিতির জন্য, জামিনদারসহ বা জামিনদার ব্যতীত, মুক্তি দিতে পারিবে।

(৩) যদি আদালত, মামলা শুনানি শেষে, এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, অপরাধী ধারা ৫ এর উপধারা (২) এর অধীন আরোপিত শর্তাদিসহ মুচলেকার কোনো শর্ত প্রতিপালনে ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা হইলে তাৎক্ষণিকভাবে-

(ক) পূর্বে আরোপিত শর্তসহ নতুন শর্ত সংযোজনপূর্বক প্রবেশন বহাল রাখিবে বা, ক্ষেত্রমত, প্রবেশনের মেয়াদ বৃদ্ধি করিবে; অথবা

(খ) মুচলেকার ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রাখিয়া, তাহার উপর অনধিক পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, জরিমানা দণ্ড আরোপকারী আদালত ধারা ৬ এর অধীন পরিশোধযোগ্য ক্ষতিপূরণ বা ব্যয়ের বিষয়ও জরিমানার আদেশ প্রদানের সময় বিবেচনা করিবে; অথবা

(গ) মূল অপরাধের জন্য তাহাকে দন্ডিত করিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর দফা (খ) এর অধীন আরোপিত জরিমানার টাকা যদি আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে পরিশোধ করা না হয়, তাহা হইলে আদালত অপরাধীকে মূল অপরাধের জন্য দন্ডিত করিতে পারিবে।

৯। **আপিল ও রিভিশনের ক্ষেত্রে আদালতের ক্ষমতা।**-যেই ক্ষেত্রে কোনো অপরাধের জন্য অপরাধীকে দোষী সাব্যস্থ করিয়া ধারা ৪ বা ৫ এর অধীন প্রদত্ত নিঃশর্তে বা শর্তাধীন অব্যাহতি অথবা প্রবেশনাদেশের বিরুদ্ধে কোনো আপিল বা রিভিশন দায়ের করা হয়, সেইক্ষেত্রে আপিল বা রিভিশন আদালত বিধি অনুযায়ী

যে কোনো আদেশ প্রদান করিতে পারিবে অথবা ধারা ৪ বা ধারা ৫ এর অধীন প্রদত্ত আদেশ বাতিল বা সংশোধন করিতে পারিবে এবং তৎপরিবর্তে আইন অনুমোদিত যে কোনো দণ্ড প্রদান করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো আপিল বা রিভিশন আদালত অপরাধীকে দণ্ড প্রদানকারী মূল আদালত কর্তৃক প্রদত্ত দন্ডের অধিকতর কোনো দণ্ড প্রদান করিবে না।

১০। **জামিন ও মুচলেকায় বিধির বিধানাবলীর প্রয়োগ**।-এই অধ্যাদেশের অধীন গৃহীত মুচলেকার বা জামিনের ক্ষেত্রে যতদুর সম্ভব ফৌজদারী বিধির ধারা ১২২, ৪০৬এ, ৫১৪, ৫১৪এ, ৫১৪বি এবং ৫১৫ এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

১১। **প্রবেশনের শর্তাবলীর ভিন্নতা**।-(১) ধারা ৫ এর অধীন প্রবেশন আদেশ প্রদানকারী আদালত যে কোনো সময়, প্রবেশনাধীন যে কোনো ব্যক্তি বা প্রবেশন অফিসারের আবেদনক্রমে অথবা স্বপ্রণোদিত হইয়া, উক্ত ধারার অধীন গৃহীত কোনো মুচলেকায় ভিন্নতা আনয়ন প্রয়োজন মনে করিলে, প্রবেশনারকে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইবার জন্য সমন জারী করিতে পারিবে, এবং তাহাকে মুচলেকায় কেন ভিন্নতা আনয়ন করা হইবে না উহার কারণ দর্শানোর যথাযথ সুযোগ প্রদান করিয়া মুচলেকার মেয়াদ বৃদ্ধি বা হ্রাসকরণের মাধ্যমে বা অন্যকোন শর্ত পরিবর্তন করিয়া বা নতুন কোন শর্ত সংযোজনপূর্বক মুচলেকায় ভিন্নতা আনয়ন করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো অবস্থাতেই মুচলেকার মেয়াদ মূল আদেশের তারিখ হইতে ছয় মাসের কম বা তিন বৎসরের বেশী হইবে না:

আরো শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে মুচলেকায় এক বা একাধিক জামিনদার থাকে, সেইক্ষেত্রে উক্ত এক বা একাধিক জামিনদারের সম্মতি ব্যতীত মুচলেকায় কোনোরূপ পরিবর্তন করা যাইবে না; এবং যদি উক্ত এক বা একাধিক জামিনদার এইরূপ পরিবর্তনে সম্মতি প্রদান না করেন, তাহা হইলে আদালত প্রবেশনারকে, এক বা একাধিক জামিনদারসহ বা জামিনদার ব্যতীত, নূতন মুচলেকা প্রদান করিতে নির্দেশ প্রদান করিবে।

(২) উপরি-উক্ত এইরূপ যে কোনো আদালত, প্রবেশনাধীন ব্যক্তি বা প্রবেশন অফিসারের আবেদনক্রমে বা স্বতঃপ্রনোদিত হইয়া, যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, প্রবেশনারের আচরণ সন্তোষজনক এবং তাহাকে প্রবেশনাধীনে রাখিবার প্রয়োজন নাই, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট আদালত উক্ত প্রবেশন আদেশ ও মুচলেকা খারিজ করিতে পারিবে।

১২। **অব্যাহতি ও প্রবেশনের ফলাফল**।-(১) প্রবেশনার কর্তৃক সফলভাবে প্রবেশনের শর্ত ও মেয়াদ শেষে, বা ক্ষেত্রমত, প্রবেশন অফিসার কর্তৃক দাখিলকৃত চূড়ান্ত প্রতিবেদন বিবেচনায় লইয়া, সংশ্লিষ্ট আদালত প্রবেশনারকে অভিযোগ হইতে অব্যাহতি প্রদানের আদেশ প্রদান করিবে।

(২) যে অপরাধের জন্য অপরাধী দণ্ডিত হইয়াছে, যাহার জন্য ধারা ৪ বা ধারা ৫ অনুসারে অপরাধীকে উপযুক্ত তিরস্কারের পর বা শর্তাধীনে অব্যাহতি প্রদান করা হইয়াছে বা তাহাকে প্রবেশনে রাখা হইয়াছে, উক্ত দণ্ড যে মামলায় তাহাকে প্রবেশন প্রদান করা হইয়াছে অথবা ভবিষ্যতে এই আইনের বিধান অনুসারে পরবর্তী যে কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা হইবে সেইক্ষেত্র ব্যতীত, অন্য কোনো ক্ষেত্রে দোষী সাব্যস্ত বলিয়া গণ্য হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, যেই অপরাধের জন্য অপরাধীকে শর্তাধীন মুক্তির আদেশ প্রদান করা হইয়াছে অথবা তাহাকে প্রবেশনাধীনে রাখা হইয়াছে, সে যদি পরবর্তীতে একই অপরাধের জন্য দন্ডিত হয়, তাহা হইলে এই উপ-ধারার বিধানাবলী উক্ত অপরাধীর জন্য প্রযোজ্য হইবে না।

(৩) এই ধারার বিধানাবলী ক্ষুন্ন না করিয়া, উপযুক্ত তিরস্কারের পর মুক্তিপ্রাপ্ত বা শর্তাধীনে অব্যাহতিপ্রাপ্ত বা প্রবেশনার বা প্রবেশন হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে প্রচলিত কোনো আইনের অধীন কোনো অপরাধে দণ্ড প্রদানে অনুপযুক্ত করিবে না অথবা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিবে না অথবা এইরূপ কোনো অনুপযুক্ততা বা প্রতিবন্ধকতা আরোপ করিবার এখতিয়ার থাকিবে না।

(৪) এই ধারার বিধানাবলী নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না-

(ক) কোনো অপরাধীর শাস্তির বিরুদ্ধে আপিলের অধিকার বা একই অপরাধের কারণে পরবর্তীতে আনীত কার্যক্রমের উপর প্রতিবন্ধকতা আরোপ করিবার ক্ষেত্রে;

(খ) কোনো অপরাধীর শাস্তির ফলশ্রুতিতে কোনো সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে।

তৃতীয় অধ্যায়
প্রবেশন অধিশাখা, প্রবেশন অফিসার, ইত্যাদি

১৩। প্রবেশন অধিশাখা, কার্যালয় প্রতিষ্ঠা।-সরকার, প্রবেশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন, প্রয়োজনীয় সহযোগিতা নিশ্চিতকরণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের নিমিত্ত অধিদফতরে প্রবেশন অধিশাখা এবং ক্ষেত্রমত, প্রত্যেক বিভাগ, জেলা, উপজেলা এবং মেট্রোপলিটন এলাকায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল ও যানবাহনসহ প্রবেশন কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, জেলা এবং মেট্রোপলিটন এলাকাধীন প্রবেশন কার্যালয়সমূহ সংশ্লিষ্ট আদালত ভবনে অবস্থিত হইবে।

১৪। প্রবেশন অফিসার।-(১) এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনের জন্য সরকার, ক্ষেত্রমত, প্রত্যেক জেলা এবং মেট্রোপলিটন এলাকায় এক বা একাধিক প্রবেশন অফিসার নিয়োগ করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন কার্যকর হইবার অব্যবহিত পূর্বে, বিদ্যমান অন্য কোনো আইনের অধীন কোনো ব্যক্তিকে প্রবেশন অফিসার হিসাবে নিয়োগ করা হইলে, তিনি, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত, এই আইনের অধীন প্রবেশন অফিসার হিসাবে এমনভাবে দায়িত্ব পালন করিবেন যেন তিনি উপ-ধারা (১) এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

(৩) কোনো এলাকায় প্রবেশন অফিসার নিয়োগ না করা পর্যন্ত সরকার, প্রবেশন অফিসারের দায়িত্ব পালনের জন্য, অধিদপ্তরে এবং উহার নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় কর্মরত সমাজসেবা অফিসার বা সমমানের অন্য কোনো অফিসারকে প্রবেশন অফিসারের দায়িত্ব অর্পণ করিতে পারিবে।

১৫। প্রবেশন অফিসারের দায়িত্ব ও কর্তব্য।-প্রবেশন অফিসারের দায়িত্ব ও কর্তব্য হইবে নিম্নরূপ, যথা:

(ক) ধারা ৪ এর অধীন শর্তাধীন অব্যাহতি ও ধারা ৫ এর অধীন প্রবেশন আদেশ মঞ্জুর উপযোগী মামলার বিচার কার্য সম্পর্কীয় রেকর্ড পত্রাদি পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করিবেন;

(খ) ধারা ৪ এর অধীন শর্তাধীন অব্যাহতি ও ধারা ৫ এর অধীন প্রবেশন আদেশ মঞ্জুরের লক্ষ্যে ধারা ৬ অনুসারে আদালতে আবেদন দাখিল করিবেন;

(গ) ধারা ৫ অনুসারে আদালতে, ক্ষেত্রমত, প্রাক-দণ্ডাদেশ প্রতিবেদন ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করিবেন;

(ঘ) ধারা ৬ অনুসারে আদালতে প্রাক-আদেশ প্রতিবেদন দাখিল করিবেন;

(ঙ) তাহার আওতাধীন এলাকার প্রবেশনার ও স্বেচ্ছাসেবীর পৃথক তালিকা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তৈরিসহ মাসিক প্রতিবেদন বোর্ড ও অধিদপ্তরে প্রেরণ করিবে;

(চ) প্রবেশন অফিসার তাহার আওতাধীন এলাকার প্রত্যেক প্রবেশনার ও স্বেচ্ছাসেবীর জন্য পৃথক নথি সংরক্ষণ করিবে;

(ছ) প্রবেশনারকে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে যাচাইপূর্বক শারীরিক, মানসিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় লইয়া তাহার প্রবেশনকাল ও প্রবেশন পরবর্তীকালের জন্য উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিবে;

(জ) প্রবেশনার কর্তৃক মুচলেকার শর্তাবলী প্রতিপালন সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিদর্শন, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ করিবে এবং অগ্রগতির প্রতিবেদন, ক্ষেত্রমত, আদালত, বোর্ড এবং অধিদপ্তরে প্রেরণ করিবে;

(ঝ) স্বেচ্ছাসেবীর কর্মকাণ্ড বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিদর্শন, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ করিবে এবং অগ্রগতির প্রতিবেদন, ক্ষেত্রমত, আদালত, বোর্ড এবং অধিদপ্তরে প্রেরণ করিবে;

(ঞ) সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তির সহায়তায় প্রবেশনারের জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থানের উদ্যোগ গ্রহণ করিবে;

(ট) ধারা ২৬ এর আওতায় গঠিত 'অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতি'র সাধারণ সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন;

(ঠ) কমিউনিটি সার্ভিস'এর আদেশাধীন প্রবেশনারের কমিউনিটি সার্ভিসের ব্যবস্থা করিবেন;

(ড) ক্ষেত্রমত, প্রবেশনারের ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে পরিবীক্ষণ করিবেন; এবং

(ঢ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রবেশন বোর্ড এবং উহার কার্যাবলি

১৬। জাতীয় প্রবেশন বোর্ড ও উহার কার্যাবলি।-এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে 'জাতীয় প্রবেশন বোর্ড' নামে একটি বোর্ড গঠিত হইবে, যথা:

(ক) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

৪/০৭/১৭
রওশন আরা লাইজু

৪.৭.১৭

(খ) জাতীয় সংসদের স্পীকার কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন সংসদ সদস্য, যাহাদের মধ্যে ১ (এক) জন সরকার দলীয় এবং ১ (এক) জন বিরোধী দলীয় হইবেন;

(গ) মহাপুলিশ পরিদর্শক বা তদকর্তৃক মনোনীত অন্যূন উপমহাপুলিশ পরিদর্শক পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঘ) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব, পদাধিকারবলে;

(ঙ) সুরক্ষা ও সেবা বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উহার, অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(চ) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উহার, অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ছ) আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উহার, অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(জ) অর্থবিভাগ কর্তৃক মনোনীত উহার, অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঝ) স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার, অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঞ) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার, অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ট) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার, অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঠ) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত কার্যালয়ের একজন মহাপরিচালক;

(ড) কারা-মহাপরিদর্শক;

(ঢ) জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পদাধিকারবলে;

(ণ) জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার পরিচালক, পদাধিকারবলে;

(ত) সরকার কর্তৃক মনোনীত, জাতীয় পর্যায়ে কার্যক্রম রহিয়াছে এইরূপ বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ১ (এক) জন প্রতিনিধি;

(থ) সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, পদাধিকারবলে, যিনি ইহার সদস্য-সচিব হইবেন।

(২) জাতীয় প্রবেশন বোর্ড নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদন করিবে, যথা:

(ক) প্রবেশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন, পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান;

(খ) প্রবেশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন;

(গ) বিভাগীয় প্রবেশন বোর্ড'এর কার্যক্রম সমন্বয়, অগ্রগতির প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;

(ঘ) বিভাগীয় প্রবেশন বোর্ড'এর সুপারিশ অনুমোদন;

(ঙ) বিভাগীয় প্রবেশন বোর্ড'এর নিকট হইতে, সময় সময়, প্রতিবেদন আহ্বান এবং তাহাদের কার্যক্রম সমন্বয় সাধনের জন্য, প্রয়োজনে, আন্তঃবোর্ড সমন্বয় সভার আয়োজন;

(চ) উপরি-উক্ত দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ছ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

১৭। **বিভাগীয় প্রবেশন বোর্ড ও উহার কার্যাবলি**।-(১) প্রত্যেক বিভাগে, নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে, 'বিভাগীয় প্রবেশন বোর্ড' নামে একটি করিয়া বোর্ড গঠিত হইবে, যথা:

(ক) বিভাগীয় কমিশনার, পদাধিকারবলে, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) উপমহাপুলিশ পরিদর্শক, পদাধিকারবলে;

(গ) কারা-উপমহাপরিদর্শক, পদাধিকারবলে;

(ঘ) জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন প্রতিনিধি;

(ঙ) বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত, সংশ্লিষ্ট বিভাগে একাধিক জেলায় কার্যক্রম রহিয়াছে এইরূপ বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ১ (এক) জন প্রতিনিধি;

(চ) অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট বিভাগের পরিচালক, পদাধিকারবলে, যিনি ইহার সদস্যসচিবও হইবেন।

(২) বিভাগীয় প্রবেশন বোর্ড নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদন করিবে, যথা:

(ক) সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রবেশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন;

(খ) জেলা প্রবেশন বোর্ড'এর কার্যক্রম সমন্বয়, অগ্রগতির প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;

(গ) জেলা প্রবেশন বোর্ড'এর সুপারিশ অনুমোদন;

(ঙ) জেলা প্রবেশন বোর্ড'এর নিকট হইতে, সময় সময়, প্রতিবেদন আহ্বান এবং তাহাদের কার্যক্রম সমন্বয় সাধনের জন্য, প্রয়োজনে, আন্তঃবোর্ড সমন্বয় সভার আয়োজন;

(চ) জাতীয় প্রবেশন বোর্ড'এর নিকট প্রতি ৪ (চার) মাসে একটি প্রতিবেদন ও সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ;

(ছ) উপরি-উক্ত দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ;

(জ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

১৮। জেলা প্রবেশন বোর্ড ও উহার কার্যাবলি।-(১)- প্রত্যেক জেলায়, নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে, 'জেলা প্রবেশন বোর্ড' নামে একটি করিয়া বোর্ড গঠিত হইবে, যথা:

(ক) জেলা প্রশাসক, পদাধিকারবলে, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) জেলা পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট, পদাধিকারবলে;

(গ) জেলা আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটির চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি;

(ঘ) সিভিল সার্জন, পদাধিকারবলে;

(ঙ) জেলার জেল সুপারিনটেনডেন্ট, পদাধিকারবলে;

(চ) জেলার পাবলিক প্রসিকিউটর, পদাধিকারবলে;

(ছ) জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, পদাধিকারবলে;

(জ) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট জেলার উপপরিচালক, পদাধিকারবলে;

(ঝ) স্থানীয় সরকার বিভাগের সংশ্লিষ্ট জেলার উপপরিচালক, পদাধিকারবলে;

(ঞ) সংশ্লিষ্ট জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপপরিচালক কর্তৃক মনোনীত প্রবেশন অফিসার ১ (এক) জন;

(ঞ) জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত জেলাব্যাপী কার্যক্রম রহিয়াছে এইরূপ বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ১ (এক) জন প্রতিনিধি;

(ট) জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপপরিচালক, যিনি ইহার সদস্যসচিবও হইবেন।

(২) জেলা প্রবেশন বোর্ড নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদন করিবে, যথা:

(ক) সংশ্লিষ্ট জেলার প্রবেশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন;

(খ) সংশ্লিষ্ট জেলার প্রবেশন হোস্টেল বা, ক্ষেত্রমত, প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান, যদি থাকে, এবং কারাগার পরিদর্শন এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম তদারকি, সমন্বয় সাধন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন;

(গ) জাতীয় এবং বিভাগীয় প্রবেশন বোর্ড'এর নির্দেশনা বাস্তবায়ন;

(ঘ) বিভাগীয় প্রবেশন বোর্ড'এর নিকট ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ও সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ;

(ঙ) উপরি-উক্ত দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ;

(চ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

১৯। **উপজেলা প্রবেশন বোর্ড**।- (১) প্রত্যেক উপজেলায় নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি **'উপজেলা প্রবেশন বোর্ড'** গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা;

(গ) উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা;

(ঘ) উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা;

(ঙ) উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা;

(চ) থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা;

(ছ) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত প্রবেশন বিষয়ক সংস্থার ২ (দুই) জন প্রতিনিধি;

(জ) উপজেলা আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটির সভাপতি বা তদ্‌কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন প্রতিনিধি, যদি থাকে;

(ঝ) উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) **'উপজেলা প্রবেশন বোর্ড' এর দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ,** যথা:

(ক) সংশ্লিষ্ট উপজেলার প্রবেশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন;

(খ) সংশ্লিষ্ট উপজেলার প্রবেশন হোস্টেল বা, ক্ষেত্রমত, প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান, যদি থাকে, এবং কারাগার পরিদর্শন এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম তদারকি, সমন্বয় সাধন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন;

(গ) জাতীয়, বিভাগীয় ও জেলা প্রবেশন বোর্ড'এর নির্দেশনা বাস্তবায়ন;

(ঘ) জেলা প্রবেশন বোর্ড'এর নিকট ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ও সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ;

(ঙ) উপরি-উক্ত দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ;

(চ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

২০। **শহর প্রবেশন বোর্ড এর গঠন**।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন শহর এলাকা বা এলাকাসমূহে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে 'শহর প্রবেশন বোর্ড' নামে এক বা একাধিক বোর্ড গঠিত হইবে, যথা: -

(ক) সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, যিনি উক্ত কমিটির সভাপতিও হইবেন;

(খ) সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (প্রযোজ্যক্ষেত্রে সকল);

(গ) সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের বা, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মেডিকেল অফিসার;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট উপজেলা বা, ক্ষেত্রমত, থানা শিক্ষা কর্মকর্তা (প্রযোজ্যক্ষেত্রে সকল);

(ঙ) সংশ্লিষ্ট জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকতা বা তদ্‌কর্তৃক মনোনীত কোনো উপযুক্ত কর্মকর্তা;

(চ) প্রবেশন কর্মকর্তা;

(ছ) জেলা আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটির সভাপতি কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) একজন প্রতিনিধি;

(জ) সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন গণ্যমান্য ব্যক্তি;

(ঝ) সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত প্রবেশন কার্যাবলির সহিত জড়িত সংশ্লিষ্ট শহর এলাকার বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ১ (এক) জন প্রতিনিধি;

(ঞ) শহর সমাজসেবা কর্মকর্তা, যিনি উক্ত কমিটির সদস্য সচিবও হইবেন।

(২) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পৌরসভার শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের আওতাধীন এলাকায় নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে 'শহর প্রবেশন বোর্ড' নামে একটি বোর্ড গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) সংশ্লিষ্ট পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, যিনি উক্ত কমিটির সভাপতিও হইবেন;

(খ) সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা;

(গ) সংশ্লিষ্ট পৌরসভার মেডিকেল অফিসার;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট উপজেলা বা, ক্ষেত্রমত, থানা শিক্ষা কর্মকর্তা (প্রযোজ্যক্ষেত্রে সকল);

(ঙ) সংশ্লিষ্ট উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকতা কর্তৃক মনোনীত কোনো উপযুক্ত কর্মকর্তা;

(চ) প্রবেশন কর্মকর্তা;

(ছ) সংশ্লিষ্ট জেলা আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটির সভাপতি অথবা, তদ্‌কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) একজন প্রতিনিধি;

(জ) সংশ্লিষ্ট পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন গণ্যমান্য ব্যক্তি;

(ঝ) সংশ্লিষ্ট পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত প্রবেশন কার্যাবলির সহিত জড়িত সংশ্লিষ্ট শহর এলাকার বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ১ (এক) জন প্রতিনিধি;

৪/০৭/১৭

৪.৭.১৭
বদরুল লাইলী
উপপরিচালক (চিকিৎসা ও প্রবেশন)

(ঞ) শহর সমাজসেবা কর্মকর্তা, যিনি উক্ত কমিটির সদস্য সচিবও হইবেন।

[ব্যাখ্যা : এই ধারায়–

(ক) 'আঞ্চলিক কার্যালয়' অর্থ সিটি কর্পোরেশনের যে অঞ্চলে সমাজসেবা অধিদপ্তরের শহর সমাজসেবা কার্যক্রম (ইউসিডি) কার্যালয় অবস্থিত, সেই অঞ্চলের সিটি কর্পোরেশনের আঞ্চলিক কার্যালয়;

(খ) 'আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা' অর্থ আঞ্চলিক কার্যালয়ের আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা;

(গ) 'শহর সমাজসেবা কার্যক্রম' বা 'ইউসিডি' অর্থ সমাজসেবা অধিদফতরের বিদ্যমান শহর সমাজসেবা কার্যক্রম; এবং

(ঘ) সিটি কর্পোরেশন' অর্থ স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬০ নম্বর আইন) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত কোনো সিটি কর্পোরেশন।]

(৩) **'শহর প্রবেশন বোর্ড' এর দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ,** যথা:

(ক) সংশ্লিষ্ট শহর এলাকার প্রবেশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন;

(খ) সংশ্লিষ্ট শহর এলাকার প্রবেশন হোস্টেল বা, ক্ষেত্রমত, প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান, যদি থাকে, এবং কারাগার পরিদর্শন এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম তদারকি, সমন্বয় সাধন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন;

(গ) জাতীয়, বিভাগীয় ও জেলা প্রবেশন বোর্ড'এর নির্দেশনা বাস্তবায়ন;

(ঘ) জেলা প্রবেশন বোর্ড'এর নিকট ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ও সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ;

(ঙ) উপরি-উক্ত দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ;

(চ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

২১। **বোর্ড'এর মনোনীত কর্মকর্তার মেয়াদ, ইত্যাদি**।-(১) জাতীয় প্রবেশন বোর্ড, বিভাগীয় প্রবেশন বোর্ড ও জেলা প্রবেশন বোর্ড'এর মনোনীত সদস্যগণ তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসরের জন্য স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপে মনোনীত কোনো সদস্য, ইচ্ছা করিলে, যে কোনো সময়, সংশ্লিষ্ট সভাপতির উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন এবং সভাপতি কর্তৃক উহা গৃহীত হইবার তারিখ হইতে পদটি শূন্য হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) মনোনয়ন প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ যে কোনো সময় তদকর্তৃক প্রদত্ত মনোনয়ন বাতিল করিয়া তদস্থলে উপযুক্ত নূতন কোনো ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) সরকার, প্রয়োজনে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বোর্ড'এর সদস্য সংখ্যা হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

২২। **বোর্ড'এর সভা**।-(১) এই ধারার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, বোর্ড উহার সভার কার্য-পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

৪/০৭/২৭

৪.৭.২৭
বদরুল লাইলী

(২) বোর্ড'এর সভা, উহার সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) প্রতি ৬ (ছয়) মাসে জাতীয় প্রবেশন বোর্ড, প্রতি ৪ (চার) মাসে বিভাগীয় প্রবেশন বোর্ড এবং প্রতি ৩ (তিন) মাসে জেলা প্রবেশন বোর্ড, উপজেলা ও শহর প্রবেশন বোর্ড'এর কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৪) সভাপতি বোর্ড'এর সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে, তদ্‌কর্তৃক নির্দেশিত কোনো সদস্য বা এইরূপ কোনো নির্দেশনা না থাকিলে সভায় উপস্থিত সদস্যগণের দ্বারা নির্বাচিত অন্য কোনো সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৫) মোট সংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের উপস্থিতিতে বোর্ড'এর সভার কোরাম গঠিত হইবে।

(৬) সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে বোর্ড'এর সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

(৭) শুধুমাত্র কোনো সদস্য পদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে বোর্ড'এর কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

২৩। **বিভাগীয় প্রবেশন বোর্ড এবং জেলা প্রবেশন বোর্ড এর উপদেষ্টা**।- (১) জাতীয় সংসদের স্পীকার কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট বিভাগের একজন সংসদ সদস্য সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রবেশন বোর্ড'এর উপদেষ্টা হইবেন।

(২) জাতীয় সংসদের স্পীকার কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট জেলা'র একজন সংসদ সদস্য জেলা প্রবেশন বোর্ড'এর উপদেষ্টা হইবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট জেলায় কোনো মহিলা সংসদ সদস্য থাকিলে, মনোনয়ন প্রদানের ক্ষেত্রে, উক্ত মহিলা সংসদ সদস্যকে অগ্রাধিকার প্রদান করিতে হইবে।

(৩) বিভাগীয় ও জেলা প্রবেশন বোর্ড'এর উপদেষ্টার দায়িত্ব ও কার্যাবলি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়
প্রবেশন হোস্টেল এবং প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান

২৪। **প্রবেশন হোস্টেল প্রতিষ্ঠা ও প্রত্যয়ন**।- সরকার, প্রবেশনারের আবাসন, সংশোধন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে, লিঙ্গভেদে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রবেশন হোস্টেল প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর প্রাসঙ্গিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া সরকার, যেকোন সময়, উহার যেকোন ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠানকে প্রবেশনারের অবস্থানের জন্য উপযুক্ত মর্মে প্রত্যয়ন করিতে পারিবে।

(৩) সরকার উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বা, ক্ষেত্রমত, উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানে আগত ও অবস্থানরত প্রবেশনারের আবাসন, সংশোধন, উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনার নিমিত্ত নীতিমালা প্রণয়ন বা, সময় সময়, পরিপত্র জারি করিতে পারিবে।

২৫। **বেসরকারি উদ্যোগে প্রত্যয়িত প্রবেশন হোস্টেল**।-(১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি বা নীতিমালার আলোকে, এই আইনের

উদ্দেশ্যপূরণকল্পে প্রত্যয়িত প্রবেশন হোস্টেল হিসাবে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করিবার লক্ষ্যে, নির্ধারিত শর্তপূরণ সাপেক্ষে, অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

(২) সরকার, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি বা নীতিমালার আলোকে, উপধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রবেশনারের ভরণ-পোষণের লক্ষ্যে আর্থিক সহায়তা প্রদান করিতে পারিবে।

২৬। বৈধ প্রত্যয়নপত্র ব্যতীত প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দণ্ড।- বৈধ প্রত্যয়নপত্র ব্যতীত ধারা ২৪ এ উল্লিখিত কোনো প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা বা বিধি দ্বারা নির্ধারিত শর্ত পূরণ করিতে ব্যর্থ কোনো প্রত্যয়িত প্রবেশন হোস্টেলের পরিচালনা অব্যাহত রাখা এই আইনের অধীন অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মালিক, পরিচালক বা কর্মকর্তা ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড বা ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

২৭। প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানে অবস্থানরত প্রবেশনারদের বিষয়ে অধিদপ্তরকে অবহিতকরণ।- ধারা ২৪ এবং ২৫ এর অধীন সরকারি বা, ক্ষেত্রমত, বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান প্রত্যেক প্রবেশনারের নাম, লিঙ্গ, বয়স ও উক্ত প্রতিষ্ঠানে প্রবেশনারকে গ্রহণ করিবার কারণসহ গ্রহণের তারিখ, বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরমে লিপিবদ্ধ করিয়া, অধিদপ্তরকে প্রতি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে অবহিত করিবে এবং অধিদপ্তরের চাহিদা অনুযায়ী অন্যান্য সকল তথ্য অধিদপ্তরকে সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

২৮। পরিচর্যার ন্যূনতম মানদণ্ড।-(১) সরকার, সময় সময়, অফিস আদেশ বা নির্দেশনা জারির মাধ্যমে প্রবেশন হোস্টেলে অবস্থানরত প্রবেশনারের যথাযথ পরিচর্যার জন্য ন্যূনতম মানদণ্ড নির্ধারণ করিবে এবং প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানসমূহ উক্ত আদেশ বা নির্দেশনা বা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী পরিচর্যার ন্যূনতম মানদণ্ড বজায় রাখিবে।

(২) প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানে অবস্থানরত প্রবেশনারের অপরাধের মাত্রা, ধরন ও বয়স বিবেচনায় লইয়া বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করিয়া রাখিতে হইবে।

২৯। সরকার বা উহার প্রতিনিধি কর্তৃক প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন।- সরকার বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো প্রতিনিধি এবং অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বা তদ্‌কর্তৃক অনুমতিপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, দাপ্তরিক বা বিশেষ কোনো প্রয়োজনে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে, যেকোন প্রত্যয়িত প্রবেশন হোস্টেল পরিদর্শন করিতে পারিবে এবং প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারকে পরামর্শ প্রদান করিতে পারিবে।

৩০। অন্য প্রতিষ্ঠানে হস্তান্তর।-কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রত্যয়িত মর্যাদা লোপ পাইলে এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের আদেশক্রমে উক্ত প্রতিষ্ঠানে অবস্থানরত প্রবেশনারের অন্য কোনো প্রত্যয়িত প্রবেশন হোস্টেলে বদলি বা হস্তান্তর করা যাইবে।

৩১। সরকারের প্রত্যয়নপত্র প্রত্যাহারের ক্ষমতা।-কোনো প্রত্যয়িত প্রবেশন হোস্টেল উক্ত হোস্টেলে অবস্থানরত প্রবেশনারের যথাযথ পরিচর্যার জন্য, ধারা ২৬ এর অধীন, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পরিচর্যার ন্যূনতম মানদণ্ড বজায় রাখিতে ব্যর্থ হইলে, সরকার উক্ত হোস্টেলের প্রতি নোটিশ জারি করিয়া নোটিশে উল্লিখিত তারিখ হইতে সংশ্লিষ্ট প্রত্যয়ন প্রত্যাহার করা হইল মর্মে ঘোষণা করিতে পারিবে:

৪/০৭/১৯
রওশন আরা লাইজু
সহকারী পরিচালক (প্রবেশন)

৪.৭.১৯
বদরুল লাইলী
উপপরিচালক (চিকিৎসা ও প্রবেশন)
সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা।

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ নোটিশ জারির পূর্বে, প্রত্যয়নপত্র কেন প্রত্যাহার করা হইবে না তাহার কারণ দর্শাইবার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রত্যয়িত প্রবেশন হোস্টেলের ব্যবস্থাপককে যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দান করিতে হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

স্বেচ্ছাসেবী তালিকাভুক্তি, নিয়োগ, ইত্যাদি

৩২। স্বেচ্ছাসেবী তালিকাভুক্তি, নিয়োগ, ইত্যাদি।-(১) কোনো স্বেচ্ছাসেবী এই আইনের অধীন কোনো প্রবেশনারের পরিবীক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণে আগ্রহী হইলে, জেলা প্রবেশন বোর্ড'এর নিকট বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আবেদন করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো সংস্থা উহার কোনো কর্মীকে উক্তরূপ দায়িত্বে সম্পৃক্ত করিতে চাহিলে উক্ত সংস্থার সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদকের স্বাক্ষরে ক্ষেত্রমত, বোর্ড'এর নিকট বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আবেদন করিতে হইবে।

(২) বোর্ড বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রাপ্ত আবেদন যাচাই-বাছাই করিয়া উহার সিদ্ধান্তক্রমে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে তালিকাভুক্ত করিবে এবং পরিচয়পত্র প্রদান করিবে।

(৩) প্রবেশন অফিসার, আদালত হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত বা প্রবেশন আদেশপ্রাপ্ত কোনো প্রবেশনারের পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে উপধারা (২) অনুসারে তালিকাভুক্ত স্বেচ্ছাসেবীকে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিয়োগ দান করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, নারী প্রবেশনারের ক্ষেত্রে নারী স্বেচ্ছাসেবী নিয়োগ করিতে হইবে;

আরও শর্ত থাকে যে, নিয়োগকৃত স্বেচ্ছাসেবী সম্পর্কে বোর্ডকে অবহিত করিতে হইবে।

৩৩। স্বেচ্ছাসেবীর দায়িত্ব ও কর্তব্য।-স্বেচ্ছাসেবীর দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নরূপ হইবে, যথা:-

(ক) প্রবেশনারের ব্যক্তিগত বিষয়াদি ও গোপনীয়তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন;

(খ) প্রবেশনারের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় লইয়া প্রবেশন মেয়াদের জন্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

(গ) প্রবেশনার যে অপরাধের কারণে প্রবেশনে আছেন তার পুনরাবৃত্তি রোধে প্রবেশনারকে কাউন্সেলিংসহ মনো-সামাজিক সহায়তা প্রদান;

(ঘ) নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রবেশনারকে পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ;

(ঙ) ক্ষেত্রমত, আয়বর্দ্ধক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণসহ কর্মসংস্থানে সহায়তা প্রদান;

(চ) সময়ানুবর্তিতা এবং বিশ্বস্ততা রক্ষা করা;

(ছ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

৩৪। স্বেচ্ছাসেবী পরিদর্শন, প্রত্যাহার ও অপসারণ।-(১) প্রবেশন অফিসার বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিয়োগকৃত স্বেচ্ছাসেবীর কর্মকাণ্ড পরিদর্শন করিবেন এবং বোর্ড'এর নিকট ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(২) পরিদর্শনকালে স্বেচ্ছাসেবীর কোনো কর্মকাণ্ড প্রবেশনারের স্বার্থের পরিপন্থী মর্মে পরিলক্ষিত হইলে প্রবেশন অফিসার উক্ত স্বেচ্ছাসেবীকে সংশ্লিষ্ট প্রবেশনারের দায়িত্ব হইতে প্রত্যাহার করিতে পারিবে এবং বোর্ডকে অবহিত করিবে।

৪/০৭/১৯
রওশন আরা লাইজ

বদরুন্নাহার
উপপরিচালক (চিকিৎসা ও প্রবেশন)
সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা।

(৩) নিম্নবর্ণিত কোনো কারণে কোনো স্বেচ্ছাসেবীকে অপসারণ করা যাইবে, যথা:-

(ক) স্বেচ্ছাসেবীর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগে মামলা রুজু হইলে;

(খ) স্বেচ্ছাসেবীর বিরুদ্ধে নিয়মিত মাদক গ্রহণের অভিযোগ প্রমাণিত হইলে;

(গ) কোনো রেজিস্টার্ড চিকিৎসক কর্তৃক মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধী বলিয়া বিবেচিত হইলে;

(ঘ) কোনো উপযুক্ত আদালত কর্তৃক নৈতিক স্খলনজনিত বা অন্যকোনো অপরাধের দায়ে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলে;

(ঙ) মাদক ব্যবসা, চোরাচালান বা অন্যকোনো অসামাজিক বা অনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হইলে;

(চ) প্রবেশনারের শারীরিক ও মানসিক ক্ষতিকর কোনো কর্মকাণ্ড সংঘটনের অভিযোগ প্রমাণিত হইলে;

(ছ) জাতীয় প্রবেশন বোর্ড কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রকাশিত কোনো কারণে।

সপ্তম অধ্যায়

তথ্য সংরক্ষণ, যাচাই, সমাজভিত্তিক পুনর্বাসন কার্যক্রম, ইত্যাদি

৩৫। তথ্য সংরক্ষণ।-(১) প্রবেশন অফিসার, উহার আওতাধীন এলাকার প্রবেশনার ও স্বেচ্ছাসেবীর পৃথক তালিকা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তৈরিসহ মাসিক প্রতিবেদন বোর্ড ও অধিদপ্তরে প্রেরণ করিবে।

(২) প্রবেশন অফিসার উহার আওতাধীন এলাকার প্রত্যেক প্রবেশনার ও স্বেচ্ছাসেবীর জন্য পৃথক নথি সংরক্ষণ করিবে।

(৩) প্রবেশন অধিশাখা, প্রবেশনার ও স্বেচ্ছাসেবীর তালিকা সংরক্ষণের লক্ষ্যে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে একটি অটোমেটেড সফটওয়্যার তৈরি ও তথ্যভাণ্ডার (database) সংরক্ষণসহ ব্যবহার উপযোগী উপায়ে হালনাগাদকরণের ব্যবস্থা করিবে।

(৪) প্রত্যেক প্রবেশন কার্যালয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে রিসোর্স ডিরেক্টরী তৈরি ও সংরক্ষণ করিবে।

৩৬। যাচাই ও পরিকল্পনা।-প্রবেশনারকে সমাজভিত্তিক পুনর্বাসনের লক্ষ্যে স্বেচ্ছাসেবী প্রবেশনারকে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে যাচাইপূর্বক শারীরিক, মানসিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় লইয়া তাহার প্রবেশনকাল ও প্রবেশন পরবর্তীকালের জন্য উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রবেশনারের যাচাই ও পরিকল্পনা প্রবেশনার অফিসার কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে;

আরও শর্ত থাকে যে, কোনো প্রবেশনারের জন্য স্বেচ্ছাসেবী নিয়োগ দান সম্ভব না হইলে প্রবেশন অফিসার প্রবেশনারকে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে যাচাইপূর্বক শারীরিক, মানসিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় লইয়া তাহার প্রবেশনকাল ও প্রবেশন পরবর্তীকালের জন্য সমাজভিত্তিক পুনর্বাসনের লক্ষ্যে উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিবে।

৩৭। কমিউনিটি সার্ভিস।-প্রবেশন অফিসার, প্রবেশনারকে সমাজভিত্তিক পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রবেশনকালে বাস্তবায়নের উদ্দেশে তাহার জন্য উপযুক্ত কমিউনিটি সার্ভিস'এর ব্যবস্থা করিতে পারিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, কমিউনিটি সার্ভিস'এর মেয়াদকাল আদালত কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

৪/০৭/১৭
রওশন আরা লাইজু
সহকারী পরিচালক (প্রবেশন)

৪.৭.১৭
বদরুল লাইলী
উপপরিচালক (চিকিৎসা ও প্রবেশন)
সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা

৩৮। **পরিদর্শন, মূল্যায়ন, পরিবীক্ষণ, ইত্যাদি।**-(১) প্রবেশন অফিসার বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রবেশনার ও স্বেচ্ছাসেবীর কর্মকাণ্ড পরিদর্শন, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ করিবে এবং অগ্রগতির প্রতিবেদন, ক্ষেত্রমত, আদালত, বোর্ড এবং অধিদপ্তরে প্রেরণ করিবে।

(২) অধিদপ্তর প্রবেশনারের গতিবিধি ও কর্মকাণ্ড পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে জিপিএস, রেডিও ফ্রিকোয়েন্সী, ট্রাকিং ডিভাইস, ব্রেসলেট, ক্লোজড্ সার্কিট ক্যামেরা, পরিদর্শন সফটওয়্যারের ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৩৯। **অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতি গঠন ও তহবিল সংগ্রহ।**-(১) কারাগারে আটক অপরাধী, কারাগার থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি, প্রবেশনার এবং প্রবেশন মেয়াদ সম্পন্নকারী ব্যক্তির সংশোধন ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রত্যেক প্রবেশন কার্যালয়ের আওতায় The Voluntary Social Welfare (Registration and Control) Ordinance, 1961 এর অধীন একটি করিয়া 'অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতি' নামে সংস্থা গঠিত হইবে।

(২) 'অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতি'র রূপরেখা ও কর্মপরিধি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৩) এই আইন কার্যকর হইবার পূর্বে গঠিত 'অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতি' এই আইনের অধীন গঠিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতি উহার ব্যয় নির্বাহকল্পে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তহবিল সংগ্রহ ও পরিচালনা করিবে।

৪০। **কর্মসংস্থান।**-প্রবেশন অফিসার সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তির সহায়তায় প্রবেশনারের জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থানের উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

৪১। **অপরাধ প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম।**-স্বেচ্ছাসেবী ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তায় প্রবেশন অফিসারের তত্ত্বাবধানে তাহার আওতাধীন এলাকায় বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে অপরাধ প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করিবে এবং এতদসংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রবেশন অফিসার বোর্ড'এর নিকট প্রেরণ করিবে।

অষ্টম অধ্যায়
বিবিধ

৪২। **প্রশিক্ষণ।**-এই আইন কার্যকর হইবার অব্যবহিত পরে বিচারক, প্রবেশন অফিসার, পুলিশ কর্মকর্তা, অধিদপ্তরের কর্মকর্তা এবং প্রবেশন কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারী ও স্বেচ্ছাসেবীদের জন্য সরকার, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৪৩। **সম্মানী ও ভাতাদি।**- বোর্ড'এর সভায় উপস্থিত সদস্য, প্রবেশন অফিসার কর্তৃক সামাজিক অনুসন্ধান প্রতিবেদন, তদন্ত ও স্বেচ্ছাসেবীর কর্মকাণ্ড পরিবীক্ষণ এবং স্বেচ্ছাসেবী কর্তৃক প্রবেশনার পরিবীক্ষণের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে সম্মানীভাতা প্রাপ্য হইবেন।

৪৪। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**- সরকার এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন প্রকাশের দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৪৫। **আইনের কার্যকর বাস্তবায়নে সরকারের দায়িত্ব।**- সরকার এই আইনের কার্যকর বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং এতদ্‌বিষয়ে, প্রয়োজনে, নির্দেশনা জারি করিতে পারিবে।

৪৬। **অস্পষ্টতা দূরীকরণ**।- এই আইনের কোনো বিধান কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোনো অস্পষ্টতা দেখা দিলে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, উক্তরূপ অস্পষ্টতা দূর করিতে পারিবে।

৪৭। **সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ**।- এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধির অধীন সরল বিশ্বাসে করা হইয়াছে বা করিবার উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া বিবেচিত, কোনো কার্যের জন্য কোনো ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তিনি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোনো প্রকার আইনগত কার্যধারা রুজু করিতে পারিবেন না।

৪৮। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ**।-(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, প্রয়োজনবোধে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) এই আইনের বাংলা ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

৪৯। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।-(১) এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে THE PROBATION OF OFFENDERS ORDINANCE, 1960 (ORDINANCE NO. XLV OF 1960), অতঃপর উক্ত ORDINANCE বলিয়া উল্লিখিত, রহিত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিত হওয়া সত্ত্বেও উক্ত ORDINANCE এর অধীন-

(ক) কৃত কাজ-কর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) এই আইন কার্যকর হইবার তারিখে অনিষ্পন্ন কার্যাদি, যতদূর সম্ভব, এই আইনের বিধান অনুসারে নিষ্পন্ন করিতে হইবে;

(গ) দায়েরকৃত অনিষ্পন্নাধীন মামলাসমূহ যে সকল আদালতে বিচারাধীন রহিয়াছে উক্ত মামলাসমূহ উক্ত আদালতসমূহের মাধ্যমেই এমনভাবে নিষ্পন্ন করিতে হইবে যেন উক্ত ORDINANCE রহিত ও বিলুপ্ত হয় নাই।

৪/০৭/১৭
রওশন আরা লাইজু
সহকারী পরিচালক (প্রবেশন)
সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা।

৪.৭.১৭
বদরুল লাইলী
উপপরিচালক (চিকিৎসা ও প্রবেশন)
সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা।